উদ্বোধনী ভাষণ - ঘনাদা ক্লাবের পুনর্জাগরণের দিন

১৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯

রাহুল সেন

পুনর্জীবিত ঘনাদা ক্লাবে আজ যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে স্বাগত। যাঁরা ইচ্ছাসত্বেও সশরীরে উপস্থিত হতে পারলেন না তাঁদেরও শুভেচ্ছা। আজ ছুটির দিনে যাঁরা এসেছেন ধরে নেওয়া যেতেই পারে তাঁদের ঘনাদা প্রেমে কোনো খাদ নেই। একই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা সবাই এগিয়ে যেতে চাইবো। আমরা জানি আপনারাও তাই চান। তাই এখানে এসেছেন। লেখকের কল্পনায় তৈরি হয়ে ওঠা চরিত্র যা আজ আমাদের কল্পনায় বেশ একটা রক্তমাংসের চেহারা পেয়ে গেছে তার জন্য এই মাতামাতিকে আমরা পাগলামিই বলি বা ভালোবাসাই বলি, এর থেকে আমাদের চোখ ফেরাবার, চোখই বা শুধু বলি কেন,হৃদয় ফেরাবারও আর কোনো উপায় নেই। এই কাজে আমাদের প্রয়োজন, বিশ্লেষণী ভাবনা, বিস্তৃত অনুসন্ধান। এই কাজে আশা করি অনেকগুলো মাথা একসঙ্গে জড়ো করা যাবে।

বাংলা সাহিত্যে অনেক দাদার ভীড়। তাঁর মধ্যে ঘনরাম দাসের উত্তরপুরুষ ঘনশ্যাম দাস যেন কিছুটা পিছিয়েই দাঁড়িয়ে। নানা দাদার ভীড়ে, একে যদি দাদা-ইজম বলি, দেখা যাচ্ছে অনেকসময় ঘনাদাকে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমাদের সকলেরই ইচ্ছা ঘনাদার প্রাপ্য মর্যাদার পুনরুদ্ধার। নতুন প্রজন্মের কাছে তাদের মতো করে ঘনাদাকে পৌঁছে দেওয়া। আমরা জানি শার্লক হোমসের মিউজিয়াম আছে। সারা পৃথিবীতে তাঁকে নিয়ে নিরন্তর চর্চা চলে। আমাদের লক্ষ্য ঘনাদাকে নিয়েও তেমনই এক বিস্তারিত খোঁজ। এই কাজে আপনাদের সবারই সহযোগিতা চাই। এই খোঁজে, এই চর্চায় আমরা সবাই একসঙ্গে হতে চাই।

মোবাইল, ইন্টারনেটের যুগে নতুন প্রজন্মের হাতে পুরো পৃথিবী।সেই পৃথিবীতে ঘনাদাকে নিয়ে আমরা একটু ঢুঁ মারতে চাই। কিন্তু এই যে ঢুকে পড়তে চাওয়া তা বেশ কঠিন। নতুন প্রজন্মের কাছে তাদের মতো করেই পৌঁছতে হবে। নাহলে কড়া নাড়াই বৃথা। ঘনাদার ব্যাপারে আমরা যারা একটু পুরনো পাপী, অনেকটা সুলুকসন্ধানই হয়তো আমরা জানি, কিন্তু তা সত্বেও কাহিনীর পাঠের যে প্রসাদগুণ তার বাইরে আরো একটু বেশী গভীরে নামার চেষ্টাতেই এই ঘনাদা ক্লাবের পুনর্জাগরণ। সম্মিলিত ঝাঁকিদর্শনে আমরা আরো একটু এগিয়ে যাবো। লেখক বা স্রষ্টা প্রেমেন্দ্র

মিত্রের কাহিনি নির্মাণে যে ইতিহাস, ভূগোলের চেতনা, আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন মিশে আছে আমরা সেগুলোও একটু খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'ঘনাদাকে কীকরে পেলাম' রচনায় একজায়গায় লিখেছেন – "নিজে যা অনুভব করি বিজ্ঞানের জগতের সেই রহস্য, রোমাঞ্চ, বিস্ময়ের স্বাদ পাঠকদেরও কিছু দিতে পারি কিনা দেখবার জন্যেই একটু কৌতুকের সুর মিশিয়ে ঘনাদাকে আসরে নামানো।" আনন্দ পাবলিশার্স, ৩য় খন্ড

আবারও লিখেছেন কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞানের ১৯৮৬-তে প্রকাশিত বিশেষ ঘনাদা সংখ্যায়-"আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একজন ঘনাদা আছে, যে বাগাড়ম্বর প্রিয়, কল্পনায় অনেক সাহস দেখায়। আবার বিজ্ঞান মনস্ক, ইতিহাস মনস্ক। সবার ওপর অভিযান প্রিয়।"

আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত তিনখন্ডে ঘনাদাসমগ্র আমাদের হাতে আছে। তার থেকে এরকম একটা হিসেব পাওয়া যায়। গল্পের সংখ্যা -৬২টি, যার মধ্যে কয়েকটিকে নিঃসন্দেহেই বোধহয় বড়ো গল্প বলা যায়। উপন্যাস - ৪ টি, নাটক- ১ টি (পৃথিবী যদি বাড়ত), এমনকি – ১ টি ছড়াও আছে (ঘনার বচন)।

ঘনাদাকে নিয়ে প্রথম প্রকাশিত রচনা(গল্প) 'মশা', ১৯৪৫, দেবসাহিত্য কুটীর পূজাবার্ষিকী, 'আলপনা', শেষটিও গল্প মৌ-কা-সা-বি-স বনাম ঘনাদা-১৯৮৭,পূজাবার্ষিকী কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান। বিভিন্ন শিল্পী যাঁরা অলংকরণ করেছেন- অজিত গুপ্ত, অহিভূষণ মালিক, নারায়ণ দেবনাথ, ধীরেন বল, ধ্রুব রায়, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর সরকার।

এবারে ঘনাদাকে নিয়ে লেখার ধরন সম্পর্কে দু-এক কথা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্নেহধন্য সুরজিৎ দাশগুপ্ত আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত ঘনাদাসমগ্র-১-এ লিখেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজেই এগুলোকে পরিভাষায় আমরা যাকে tall tales বা tall stories বলি 'A tall tale is a story with unbelievable elements, related as if it were true and factual, some stories are exaggerations of actual events.' প্রেমেন্দ্র মিত্র-র নিজস্ব ধরন সত্যের বা জ্ঞাতব্য বিষয়ের ওপর অবিশ্বাস্যতার মনোহর প্রলেপ। ডাঁহা মিথ্যেকে সহনীয় বা বিশ্বাস্য করে তোলবার কোনো চেষ্টা না করে অবিশ্বাস্যতাকেই উপভোগ্য করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ইহলোক ও পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে চেতনা জাগানো।

ঘনাদার সমাদর প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবৎকালেই এতটা ছড়িয়েছিল যে, অনুবাদ হয়েছিল, ইংরেজি তো বটেই, গুজরাটি,হিন্দী ও মালয়ালমে। একথা কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞানের ১৯৮৬-তে প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাক্ষাৎকারে তাঁর জবানিতেই আমরা জানতে পারি।

Google Map দেখুন। বনমালী বিদ্যাসাগর লেন, বনমালী চ্যাটার্জী স্ট্রিট সব পাবেন কিন্তু ৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেন। উঁহু। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখুন। ঠিক খুঁজে পাবেন। যৌবনে ভবানীপুরে গোবিন্দ ঘোষাল লেনে এক মেসে ছিলেন। এরই প্রচ্ছায়া কি পড়েনি!

মেসের আড্ডাধারীদের কথাই ধরুন। শিশির,শিবু,গৌর এবং যার জবানিতে গল্প লেখা তাঁর নাম সুধীর। শিশির- চলচ্চিত্র প্রযোজক ও অভিনেতা শিশির মিত্র, শিবু- শিবরাম চক্রবর্তী, গৌ্র- চলচ্চিত্রের পরিচালক এবং একখানি অসাধারণ চলচ্চিত্রবিষয়ক সংকলন ‘সোনার দাগ’-এর গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু (একাধিক গল্প সংকলনের সম্পাদক) আর সুধীর- প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিজের ডাকনাম।

আর বিশ্বের নেতৃবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ । ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, জার্মানির চ্যান্সেলর, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট, জাপানের প্রধানমন্ত্রী এরাই নিজের প্রয়োজনে ঘনাদার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, সাহায্য নিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। নাঃ, ঘনাদা মোটেই আগ বাড়িয়ে নিজে এঁদের কাছে যাননি। আর ঘনাদার ভাষাজ্ঞান। জানা ভাষাগুলোর শুধু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। সংস্কৃত, ল্যাটিন, সবকটি ভারতীয় ভাষা, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, চৈনিক, রুশ, তিব্বতী, জাপানি, সোয়াহিলি, আরবি, ফারসি আরো কত কী ?

এ হেন মানুষকে নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা হবে না তো কাকে নিয়ে হবে, আপনারাই বলুন।

শেষকালে last but not the least এটাই বলার যে ঘনাদা ক্লাব আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল ঢাকঢোল পিটিয়ে ১৯৮৬ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিজের হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটের বাড়িতে। ১২ই মে ১৯৮৬ তারিখে। লীলা মজুমদার, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য,স্বয়ং প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজয় হোম, রবীন বল, সিদ্ধার্থ ঘোষ, ধরণী ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আরো বহু বিশিষ্ট মানুষ। মোট ৪১ জন। সলতে পাকানোর কাজটা করেছিলেন সিদ্ধার্থ ঘোষ। ১৯৮৩ সালের জুলাই সংখ্যার কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান পত্রিকায় চিঠি লিখে তিনিই প্রথম ‘ঘনাদা ক্লাব’ প্রতিষ্ঠার আবেদন জানান। মেতে উঠলেন ঘনাদা-প্রেমিকরা। চিঠির পর চিঠি। তারপর আলোচনা সভা। ঘনাদা ক্লাবের নিয়মাবলী তৈরি করে দিলেন ঘনাদার স্রষ্টা স্বয়ং যদিও আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা তখনও অনেকদূরে। কিশোর

জ্ঞানবিজ্ঞানেই প্রকাশিত হত ঘনাদা সম্পর্কিত প্রশ্ন। যার সঠিক সংখ্যক উত্তর দিলেই ঘনাদা ক্লাবের সভ্য। এই ব্যাপার চলেছিল প্রায় তিন বছর। তারপর ১২ই মে ১৯৮৬-তে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা। সেকথা তো আগেই বলা হল। কিছুকাল চলল আনুষ্ঠানিকভাবে এই ক্লাব। তারপর, তারপর দীর্ঘ, সুদীর্ঘ শীতঘুম।

তারও পর, ফিনিক্স পাখির প্রবাদ সত্যি করে আজ আবার আমাদের ঘুম ভেঙেছে। নবপর্যায়ে এই ক্লাবের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে এগিয়ে এসেছেন প্রবাসী দিলীপ সোম। এবার তাঁর কথা শোনা যাক।